তারিখ 22.10.79
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শবিনা মাদ্রাসার সম্পত্তি প্রসঙ্গে

বরিশাল জিলার স্বরূপকাঠির থানার ১০নং শবিনা মৌজার দাগ নং—২৭০/২৮৬/২৮৯/২৯০/২৯৫/২৯৬/৩০৪/৩০৯/৩১১/৩১২/৩২২/৩৫৭/২৯১/২৯২ এবং ৩১০ মোট ৭'৭১ শতাংশ জমি বিগত ১১০·৬৪ ইং তারিখে ল্যাণ্ড একুইজিশন কেস নং ৪০/৬৪-৬৫ শবিনা দারুচ্ছুন্নাৎ আলীয়া মাদ্রাসার জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার হিন্দু-সম্প্রদায়ের সম্পত্তি একুইজিশন করিয়াছিলেন। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, উক্ত সম্পত্তি মাদ্রাসার জন্য ব্যবহার না করিয়া তৎকালীন ক্ষমতাধর সেক্রেটারী সাহেব ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণ বে আইনীভাবে নিজস্ব সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া অদ্যাবধি বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

মাদ্রাসার মত অতি পবিত্র একটি প্রতিষ্ঠানের নামে যাহাদের ভিটা-ছাড়া করিয়া সরকার সম্পত্তি একোয়ার করিয়াছিলেন, কিভাবে উক্ত সেক্রেটারী সাহেব উহাতে নিজস্ব প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন, জনমনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। কারণ ১৯৩৫ সালের ল্যাণ্ড একুইজিশন আইনের ৭নং ধারা অনুযায়ী একুইজিশনকৃত সম্পত্তি হস্তান্তর করা সম্পূর্ণ বে আইনী। তাই জনসাধারণের পক্ষে আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নামে জঘন্য অপকর্মের সুবিচার করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের আকুল আবেদন জানাইতেছি।

১। মোঃ মতিউর রহমান (মাগুরা), ২। সামছুল হক (শবিনা), ৩। মহিউদ্দিন আহম্মদ (স্বরূপকাঠি)।